

তরবিয়তি মুযাকারা সিরিজ : ০১

আপনি কীভাবে কুরআন তেলাওয়াত করবেন?



মাওলানা আব্দুল্লাহ হুযাইফা হাফিয়াহুল্লাহ

তরবিয়তি মুযাকারা সিরিজ : ০১

আপনি কীভাবে কুরআন তেলাওয়াত করবেন?

মাওলানা আব্দুল্লাহ হুযাইফা হাফিযাহুল্লাহ



সূচিপত্র

কুরআন তেলাওয়াতের মাসনূন তরিকা.....	৫
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তেলাওয়াত	৫
কুরআন তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতিটি উত্তম?.....	১০
তাদাব্বুরে কুরআন সম্পর্কে সালাফদের কয়েকটি উক্তি	১৪
শেষ আবেদন.....	১৬
তাদাব্বুর সম্পর্কে বাংলা ও আরবি কয়েকটি কিতাব.....	১৬

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

মুহতারাম ভাইয়েরা, আমি মূলত আপনাদের খেদমতে হাজির হয়েছি কিছু সময়
আমার এমন কিছু ভাইদের সাথে কাটানোর জন্য, যাদেরকে আমি একমাত্র
আল্লাহর জন্য ভালোবাসি।

يا أحبائي الكرام! إني أحبكم في الله وأرجو الله أن ينفعني حبكم يوم لا ينفع مال
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

ভাইদের সাথে ছোট একটি বিষয় নিয়ে কিছু কথা মুযাকারা করব ইনশাআল্লাহ।

মুহতারাম ভাইয়েরা, আমরা আলহামদুলিল্লাহ প্রতিদিনই কুরআন তেলাওয়াত
করি। এটি আমাদের আবশ্যিকীয় একটি আমল। যেসব আমল আমরা প্রতিদিন খুব
ইহতিমামের সাথে করে থাকি কুরআন তেলাওয়াত তার মধ্যে অন্যতম।

আজকে কুরআন তেলাওয়াত নিয়ে কিছু কথা মুযাকারা করার ইচ্ছা করেছি।
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইখলাস ও ইতকানের সাথে কথাগুলো বলার এবং
আমাদের সবাইকে সে মোতাবেক আমল করার তাওফিক দান করুন, আমীন।

মুহতারাম ভাইয়েরা, প্রতিদিন আমরা যে কুরআন তেলাওয়াত করি আমাদের
তেলাওয়াতটা কীভাবে হলে সেই তেলাওয়াত আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পছন্দনীয় তেলাওয়াত হবে? এবং তেলাওয়াতের
হক কিছুটা হলেও আদায় হবে?

সংক্ষেপে এর উত্তর হল, আমাদের তেলাওয়াতটা যদি যিন্দা তেলাওয়াত হয়।
তেলাওয়াতটা শুধু ‘তেলাওয়াত’ না হয়ে তা যদি তাদাব্বুর ও তাফাক্কুর সহকারে
হয়। কুরআনের বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও ধ্যানমগ্নতার সাথে হয়। আল্লাহর
কথায় প্রভাবিত হয়ে তা থেকে উপদেশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে হয়। তাহলেই সেই
তেলাওয়াত হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে

পছন্দনীয় তেলাওয়াত এবং এভাবে তেলাওয়াত করলেই তেলাওয়াতের হক কিছুটা হলেও আদায় হবে ইনশাআল্লাহ।

তাদাব্বুরের সাথে তেলাওয়াতের হাকিকত এটাই, আল্লাহ ও তাঁর কালামের প্রতি পূর্ণ ভক্তি-শ্রদ্ধা, মহব্বত ও ভালোবাসা সহকারে বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও ধ্যানমগ্নতার সাথে আল্লাহর কথায় প্রভাবিত হয়ে তা থেকে উপদেশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে তেলাওয়াত করা।

কুরআন তেলাওয়াতের মাসনূন তরিকা

মুহতারাম ভাই, প্রতিদিন আমরা যে পরিমাণ তেলাওয়াত করি তার সবটা তাদাব্বুরের সাথে করা সম্ভব না হলেও কিছু অংশ হলেও তাদাব্বুরের সাথে করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। এটিই হল কুরআন তেলাওয়াতের মাসনূন তরিকা। তেলাওয়াত হবে তাদাব্বুর ও তাফাক্কুর বা চিন্তা ভাবনা ও ধ্যানের সাথে এবং তাফাক্কুর বা উপদেশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে। আর এটি তখনই সম্ভব হবে যখন ধীরে ধীরে, থেমে থেমে, অর্থের দিকে লক্ষ রেখে তেলাওয়াত করা হবে।

তেলাওয়াত করার সময় তাসবীহ বিষয়ক কোনো আয়াত এলে তেলাওয়াত থামিয়ে তাসবীহ পড়া চাই, দোয়া বিষয়ক কোনো আয়াত এলে দোয়া করা। জাম্মাতের আলোচনা এলে জাম্মাতের দোয়া, জাহান্নামের আলোচনা এলে জাহান্নাম থেকে পানাহ চাওয়া। নেককারদের আলোচনা এলে তাদের মতো হওয়ার দোয়া করা, বদকারদের আলোচনা এলে আমি যেন তাদের মতো না হয়ে যাই সে জন্য দোয়া করা চাই।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তেলাওয়াত

হযরত হুযাইফা রাযি. থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তেলাওয়াতের বিবরণটা এভাবেই এসেছে। হাদিসটি সহী মুসলিমে এসেছে, পুরো হাদিসটি হল,

عن أبي عبد الله حذيفة بن اليمان، رضي الله عنهما، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فافتتح البقرة، فقلت يركع عند المائة، ثم مضى؛ فقلت يصلي بها في ركعة، فمضى؛ فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء؛ فقرأها، ثم

افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلاً إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر
بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم
فكان ركوعه نحواً من قيامه ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد ثم
قام قياماً طويلاً قريباً مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى فكان
سجوده قريباً من قيامه

দেখুন ভাই, এখানে হযরত হুযাইফা বিন ইয়ামান রাযি. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের নামায এবং সেই নামাযে তিনি কীভাবে কুরআন
তেলাওয়াত করতেন তার বিবরণ দিচ্ছেন। এ হাদিসে আমাদের জন্য প্রচুর শিক্ষা
রয়েছে।

হযরত হুযাইফা রাযি. বলছেন,

صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة،

একরাতে আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নামায পড়ি।

فافتتح البقرة،

তিনি সূরা বাকারার শুরু করেন।

فقلت يركع عند المائة، ثم مضى؛

আমি (মনে মনে) বললাম, তিনি (হয়তো) একশ আয়াত পড়ে রুকুতে যাবেন।
কিন্তু তিনি আরও পড়তে থাকেন।

فقلت يصلي بها في ركعة، فمضى؛

তখন ভাবলাম, তিনি (হয়তো) এক রাকাতে পুরো সূরা পড়ে ফেলবেন। কিন্তু
তিনি পড়তেই থাকলেন।

فقلت يركع بها،

আমি ভাবলাম, এটি শেষ করে রুকুতে যাবেন।

ثم افتتح النساء: فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها،

কিন্তু এরপর তিনি সূরা নিসা শুরু করেন এবং সম্পূর্ণ শেষ করেন। এরপর সূরা আলে ইমরান শুরু করেন। সেটিও সম্পূর্ণ শেষ করেন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ আমল থেকে আমরা যে শিক্ষা পাই তা হল, রাতের নামায যথাসম্ভব লম্বা করে পড়া হল মাসনুন।

এরপর হযরত হুযাইফা রাযি. নবীজীর তেলাওয়াতের বিবরণ দিচ্ছেন। এটিই এখানে আমার বলা উদ্দেশ্য।

দেখুন ভাই, তিনি বলছেন,

يقرأ مترسلاً.

তিনি ধীরে ধীরে তেলাওয়াত করছিলেন।

আরবি ‘তারাসসুল’ শব্দের অর্থ হল, ধীরে ধীরে তেলাওয়াত করা।

এরপর বলেন,

إذا مر بآية فيها تسبيح سبح،

তিনি যখন এমন কোনো আয়াতে পৌঁছতেন যাতে তাসবীহের’র কথা (আল্লাহর পবিত্রতার বর্ণনার কথা) আছে তখন তিনি তাসবীহ পড়তেন।

وإذا مر بسؤال سأل،

যখন দোয়া সংক্রান্ত কোনো আয়াতে পৌঁছতেন তখন দোয়া করতেন।

وإذا مر بتعوذ تعوذ،

যখন (কোনো কিছু থেকে) আশ্রয় চাওয়া সংক্রান্ত কোনো আয়াতে পৌঁছতেন তখন আশ্রয় চাইতেন।

এরপর তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঝকু সেজদার বিবরণ দেন।

তিনি বলেন,

ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحواً من قيامه،

এত দীর্ঘ তেলাওয়াতের পর তিনি রুকুতে গিয়ে

سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم،

বলতে থাকেন। অনবরত বলতেই থাকেন। ফলে তাঁর রুকু কিয়ামের কাছাকাছি লম্বা হয়ে যায়।

ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد ثم قام قياماً طويلاً قريباً مما ركع،

এরপর দাঁড়িয়ে

سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد

বলেন এবং রুকুর কাছাকাছি সময় দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন।

ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريباً من قيامه.

এরপর সেজদায় গিয়ে

سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى،

বলতে থাকেন। অনবরত বলতেই থাকেন। ফলে তাঁর সেজদাও কিয়ামের কাছাকাছি লম্বা হয়ে যায়। (সহীহ মুসলিম : ৭৭২)

এখানে আমার মূল উদ্দেশ্য হল, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তেলাওয়াতের পদ্ধতিটা দেখানো।

এ হাদিস থেকে আমরা যে শিক্ষা পাই তা হল, কুরআন তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ হল, অর্থের প্রতি লক্ষ রেখে, চিন্তা ভাবনার সাথে ধীরে ধীরে তেলাওয়াত করা। এবং আয়াতের বিষয়বস্তু দ্বারা প্রভাবিত হওয়া। তাসবীহ সংক্রান্ত আয়াত পড়লে সঙ্গে সঙ্গে তাসবীহ পড়া। দোয়া সংক্রান্ত আয়াত পড়লে দোয়া করা। কোনো কিছু থেকে আশ্রয় চাওয়া সংক্রান্ত আয়াত পড়লে তা থেকে আশ্রয় চাওয়া।

নামাযের ভিতরের তেলাওয়াতই যদি এমন হয় তাহলে বাইরে তো অবশ্যই এমন হবে।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ আমল মূলত কুরআন তেলাওয়াত সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা তাঁকে যে নির্দেশ দিয়েছেন তারই বাস্তবায়ন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا

আপনি ধীরে ধীরে স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে তেলাওয়াত করুন। সূরা মুযাশ্শিল (৭৩) :

8

وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا

আমি কিছু কিছু করে কুরআন নাযিল করেছি যেন আপনি একে মানুষের সামনে ধীরে ধীরে পাঠ করেন এবং আমি একে ধাপে ধাপে নাযিল করেছি। সূরা বনি

ইসরাঈল (১৭) : ১০৬

দেখুন ভাই, এখানেও তেলাওয়াতের পদ্ধতি বলা হচ্ছে, আপনি মানুষের সামনে ধীরে ধীরে পাঠ করবেন।

তেলাওয়াতের সময় কুরআনের বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা এবং তা দ্বারা প্রভাবিত হওয়া, এ কাজটি তেলাওয়াতের জন্য জরুরিও। এমন না যে, করলে ভালো, না করলেও কোনো সমস্যা নেই। না ভাই, ব্যাপারটা এমন না। এমন হলে তাদাব্বুর না করার ওপর আল্লাহ তাআলা ধমকি দিতেন না।

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

তারা কি কুরআন নিয়ে তাদাব্বুর-চিন্তা ভাবনা করে না? না তাদের অন্তরে তালা

রয়েছে। সূরা মুহাম্মাদ (৪৭) : ২৪

দেখুন, এখানে আল্লাহ তাআলা কীভাবে কুরআনের বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা না করার ওপর ধমকি দিচ্ছেন? হ্যাঁ, এটি ভিন্ন কথা যে, প্রত্যেকের তাদাব্বুর

এক রকম হবে না। বিজ্ঞ আলেম-ওলামাদের তাদাব্বুর আর আমরা যারা শুধু অনুবাদ ও মোটামুটি কিছু তাফসীর জানি আমাদের তাদাব্বুর এক হবে না। তবে এ কাজটি করতে হবে আমাদের সবাইকেই।

কারণ, অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা এ বিষয়টি সুস্পষ্ট ভাবেই বলেছেন,

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ

এটি এক বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার ওপর এ জন্য নাযিল করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহে চিন্তা-ভাবনা করে এবং বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ যেন তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করে। সূরা সা'দ (৩৮) : ২৯

দেখুন, এখানে কুরআনে নাযিল করার মূল উদ্দেশ্য বলা হচ্ছে দুটি; তাদাব্বুর ও তাযাক্কুর অর্থাৎ কুরআনের আয়াতসমূহ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা এবং তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করা।

কুরআন তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতিটি উত্তম?

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ. তাঁর ‘যাদুল মাআদ ফি হাদয়ি খাইরিল ইবাদ সালাম্লাছ আলাইহি ওয়া সালাম’ কিতাবে এ প্রসঙ্গে খুব সুন্দর একটি আলোচনা করেছেন।

প্রসঙ্গটি হল, কুরআন তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতিটি উত্তম? ধীরে ধীরে অল্প তেলাওয়াত করা? না, তাড়াহুড়া করে বেশি তেলাওয়াত করা?

তিনি বলেন, এ ব্যাপারে দুটি মত রয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি., হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযি. এবং তাঁদের মতো আরও অনেকের মত হল, তারতিল ও তাদাব্বুর অর্থাৎ ধীরে ধীরে, চিন্তা-ভাবনা সহকারে অল্প তেলাওয়াত করা, দ্রুততার সাথে বেশি তেলাওয়াত করা অপেক্ষা উত্তম। কারণ, কুরআনের বিষয়বস্তু বুঝা এবং তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা এরপর সে অনুযায়ী আমল করাই হল মূল উদ্দেশ্য। কুরআনের তেলাওয়াত ও তার শব্দ মুখস্থ করা মূল উদ্দেশ্যের জন্য সহায়ক মাত্র।

তাই তো সালাফদের মধ্যে কোনো একজন বলেছেন,

نزل القرآن ليُعمل به، فاتخذوا تلاوته عملاً

কুরআন নাযিল হয়েছে সে অনুযায়ী আমল করার জন্য। কিন্তু মানুষ (শুধু) এর তেলাওয়াতকে আমল বানিয়ে নিয়েছে।

এ কারণেই ‘আহলে কুরআন বা কুরআনের বাহক’ তাঁরাই যারা কুরআনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান রাখে এবং সে অনুযায়ী আমল করে। যদিও তারা পুরো কুরআন মুখস্থ করেনি। পক্ষান্তরে যারা পুরো কুরআন মুখস্থ করল কিন্তু বুঝল না এবং সে অনুযায়ী আমল করল না, তারা কোনভাবেই ‘আহলে কুরআন বা কুরআনের বাহক’ নয়। যদিও তারা কুরআনের হরফগুলোকে তীরের মতো সোজা করে।

দ্বিতীয় কারণ হল, সমস্ত আমলের মধ্যে ঈমানই হল সর্বোত্তম আমল। কুরআনের বিষয়বস্তু বুঝা এবং তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করার মাধ্যমে মুমিনের ঈমান বৃদ্ধি পায়। (তাই বুঝে বুঝে চিন্তা ভাবনার সাথে তেলাওয়াত করাই হবে উত্তম আমল) কেননা, বিষয়বস্তু বুঝা এবং চিন্তা ভাবনা ছাড়া কুরআন তেলাওয়াত তো ভালো-মন্দ, মুমিন-মুনাফিক সবাই করে। যেমন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مثل المنافع الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة :ريحها طيب، وطعمها مر.

যে মুনাফিক কুরআন তেলাওয়াত করে তার দৃষ্টান্ত ওই ফুলের মতো, যার স্বাণ সুন্দর কিন্তু স্বাদ তিতা।

এ ব্যাপারে মানুষ মোট চার ধরনের। এক. যার মাঝে ঈমান আছে এবং কুরআন তেলাওয়াতও আছে। দুই. যার মাঝে ঈমান আছে। কিন্তু কুরআন তেলাওয়াত নেই। তিন. যার মাঝে কুরআন তেলাওয়াত আছে কিন্তু ঈমান নেই। চার. যার মাঝে ঈমানও নেই। কুরআন তেলাওয়াতও নেই।

ওলামায়ে কেরাম বলেছেন,

فكما أن من أوتي إيماناً بلا قرآن أفضل ممن أوتي قرآنًا بلا إيمان، فكذلك من أوتي تدبراً، وفهماً في التلاوة أفضل ممن أوتي كثرة قراءة وسرعتها بلا تدبر.

যার মাঝে ঈমান আছে তবে কুরআন তেলাওয়াত নেই সে যেমন ওই ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম, যার মাঝে কুরআন তেলাওয়াত আছে কিন্তু ঈমান নেই,

তেমনিভাবে যে ব্যক্তি বুঝে বুঝে, চিন্তা-ভাবনার সাথে তেলাওয়াত করে সে ওই ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম যে চিন্তা ভাবনা ছাড়া দ্রুততার সাথে বেশি পরিমাণে তেলাওয়াত করে।

তাছাড়া ধীরে ধীরে চিন্তা ভাবনা করে তেলাওয়াত করা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত। হাদিসে এসেছে, তিনি খুব ধীরে ধীরে তেলাওয়াত করতেন। ফলে একটি সূরা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘ হয়ে যেত। কখনো তিনি একটি মাত্র আয়াত সারা রাত তেলাওয়াত করতে থাকতেন।

(তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে) দ্বিতীয় মতটি ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর অনুসারীদের। তাঁরা বলেন, বেশি পরিমাণে তেলাওয়াত করা ধীরে ধীরে অল্প তেলাওয়াত করা অপেক্ষা উত্তম। কারণ, (এর মাধ্যমে সওয়াবের পরিমাণ অনেক বেশি হয়) হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ الْم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ، وَلَاَمٌ حَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ.

যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ তেলাওয়াত করবে সে এর বিনিময়ে একটি নেকি পাবে আর একটি নেকি দশটি নেকির সমান। আমি এ কথা বলি না যে, **الم** – ‘আলিফ লাম মীম’ একটি হরফ। বরং ‘আলিফ’ একটি হরফ, ‘লাম’ একটি হরফ এবং ‘মীম’ একটি হরফ। (জামে তিরমিযী : ২৯১০; হাদিসটি সহীহ)

দ্বিতীয় কারণ হল, হাদিসে এসেছে, হযরত উসমান রাযি. (কোন কোন রাতে) এক রাকাতে পুরো কুরআন তেলাওয়াত করে ফেলতেন। পূর্ববর্তী অনেক বুজুর্গদের ব্যাপারে এ ধরনের বর্ণনা এসেছে।

(ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন,) এ ব্যাপারে সঠিক কথা হল, ধীরে ধীরে, চিন্তাভাবনা সহকারে তেলাওয়াতের সওয়াব মানের দিক দিয়ে উর্ধ্বে। পক্ষান্তরে তাড়াতাড়ি বেশি পরিমাণে তেলাওয়াতের সওয়াব সংখ্যার দিক দিয়ে বেশি। এর দৃষ্টান্ত হল, যেমন একজন অনেক দিরহাম সদকা করল। আরেকজন অতি মূল্যবান একটি মাত্র মুক্তা সদকা করল।

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, হযরত কাতাদা রাযি. বলেন, আমি হযরত আনাস রাযি.কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তেলাওয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। উত্তরে হযরত আনাস রাযি. বলেন,

كان يمد مدا.

তিনি ধীরে ধীরে তেলাওয়াত করতেন। (সহীহ বুখারী : ৫০৪৫)

হযরত আবু জামরা রহ. বলেন, আমি একবার হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযি. কে বললাম, আমি খুব দ্রুত তেলাওয়াত করতে পারি। কখনো এক রাতে একবার কিংবা দু'বার পুরো কুরআন তেলাওয়াত করে ফেলি। আমার কথা শুনে তিনি বললেন,

لأن أقرأ سورة واحدة أعجب إلي من أن أفعل ذلك الذي تفعل، فإن كنت فاعلا ولا بد فاقراً قراءة تسمع أذنك، ويعيها قلبك.

এভাবে তেলাওয়াত করা অপেক্ষা আমার কাছে ধীরে ধীরে একটি মাত্র সূরা তেলাওয়াত করা অধিক উত্তম। তুমি যদি করতে চাও তাহলে এমনভাবে তেলাওয়াত কর যেন তোমার তেলাওয়াত তুমি শুনতে পাও এবং অন্তর দিয়ে তার মর্মও উপলব্ধি করতে পারো।

হযরত ইবরাহীম নাখায়ী রহ. বলেন, একবার হযরত আলকামা রহ. হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি.-এর সামনে কুরআন তেলাওয়াত করলেন। তার কণ্ঠস্বর ছিল খুব সুন্দর। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি. বললেন,

رتل - فداك أبي وأمي - فإنه زين القرآن

ধীরে ধীরে পড় -আমার মা বাবা তোমার জন্য কোরবান হোক- এটাই কুরআনের সৌন্দর্য।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি. বলতেন,

لا تهذؤا القرآن هذ الشعر، ولا تنثروه نثر الدقل ، وقفوا عند عجائبه ، وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة.

তোমরা কুরআনকে কবিতা পড়ার মতো দ্রুত পড়ো না এবং পুরাতন খেজুরের ন্যায় এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিও না। কুরআনের বিস্ময়কর বিষয়গুলো সামনে এলে একটু থামো এবং অন্তরকে নাড়া দাও। সূরার শেষ পর্যন্ত পৌঁছাটাই যেন তোমাদের মূল লক্ষ্য না হয়।

তিনি এও বলতেন,

إذا سمعت الله يقول : يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك ، فإنه خير تؤمر به ،
أو شر تصرف عنه.

(কুরআনে) যখন শোনো, আল্লাহ বলছেন, **يا أيها الذين آمنوا** - হে ঈমানদারগণ! তখন (পরবর্তী কথা শোনার জন্য) মনোযোগী হও, কারণ, এরপর হয়তো কোনো ভালো কাজের নির্দেশ দেয়া হবে কিংবা কোনো মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলা হবে।-যাদুল মা'আদ : ১/৩৩৭-৩৪০

তাদাব্বুরে কুরআন সম্পর্কে সালাফদের কয়েকটি উক্তি

তাদাব্বুরে কুরআন সম্পর্কে সালাফদের মূল্যবান কয়েকটি উক্তি বলে কথা শেষ করছি,

হযরত হাসান বসরী রহ. বলতেন,

إن من كانوا قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل،
وينفذونها في النهار.

তোমাদের পূর্বে যাঁরা ছিলেন (অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম রাযি.) তাঁরা কুরআনকে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বা চিঠি মনে করতেন। তাঁরা রাতের বেলা গভীর চিন্তা ভাবনার সাথে তেলাওয়াত করতেন আর দিনের বেলা সে মোতাবেক আমল করতেন।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেছেন,

من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق.

যে ব্যক্তি কুরআন থেকে হেদায়েত গ্রহণের উদ্দেশ্যে চিন্তা ভাবনার সাথে তেলাওয়াত করে তার সামনে অবশ্যই ‘হকের রাস্তা’ স্পষ্ট হয়ে যায়।

তিনি আরও বলেছেন,

قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْمُورِ بِهِ تُورِثُ الْقَلْبَ الْإِيمَانَ الْعَظِيمَ تَزِيدُهُ يَقِينًا
وَطُمَأْنِينَةً وَشِفَاءً .

যথাযথভাবে কুরআন তেলাওয়াত করা হলে এর দ্বারা অন্তরে ঈমান, একিন এবং প্রশান্তি বৃদ্ধি পায় এবং এর মাধ্যমে অন্তরের ব্যাধিসমূহ থেকে সুস্থতা লাভ হয়।
মাজমুউল ফাতাওয়া : ৭/২৮৩

হযরত ইবনে হুরাইরা রহ. বলেছেন,

من مكائد الشيطان تنفيره عباد الله من تدبر القرآن لعلمه أن الهدى واقع عند
التدبر.

কুরআনে কারীমের তাদাব্বুর (বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তাভাবনা) করা থেকে আল্লাহর বান্দাদেরকে দূরে সরিয়ে রাখা শয়তানের একটি চক্রান্ত। কারণ, সে জানে কুরআনের বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে তারা হেদায়েত পেয়ে যাবে। যাইলু তাবাকাতিল হনাবেলা।

ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী রহ. বলেছেন,

أعظم ما تحصل به محبة الله من النوافل : تلاوة القرآن، خصوصاً مع التدبر.

নফল আমলের মধ্যে যে আমল দ্বারা আল্লাহর মহব্বত সবচে’ বেশি লাভ হয় তা হল, কুরআন তেলাওয়াত। বিশেষ করে যখন তা হয় গভীর চিন্তা ভাবনার সাথে।
মাজমুউর রাসায়েল : ৪/৮৭

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেছেন,

لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكير.

আত্মার (পরিশুদ্ধির) জন্য তাদাব্বুর ও তাফাক্কুর বা চিন্তা ভাবনার সাথে কুরআন তেলাওয়াত অপেক্ষা অধিক উপকারী আর কিছু নেই।

তিনি আরও বলেছেন,

قراءه آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمه بغير تدبر وتفهم وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن .

চিন্তা ভাবনার সাথে একটি মাত্র আয়াত তেলাওয়াত করা চিন্তা ভাবনা ছাড়া পুরো কুরআন খতম করা অপেক্ষা অধিক উত্তম এবং আত্মার (পরিশুদ্ধির) জন্য বেশি উপকারী। এটি ঈমান ও কুরআনের প্রকৃত স্বাদ লাভের জন্যও অধিক সহায়ক।

শেষ আবেদন

সবশেষে ভাইদের খেদমতে আবেদন করব, মুহতারাম ভাইয়েরা, আমাদের কুরআন তেলাওয়াতের পরিমাণ কম হলেও তা যেন হক আদায় করে হয়। তেলাওয়াতটা যেন শুধু ‘তেলাওয়াত’ না হয়। তা যেন তাদাব্বুরসহ তেলাওয়াত হয়। এ জন্য আমরা প্রতিদিন কতটুকু তেলাওয়াত করব, তা নির্ধারণ না করে কতক্ষণ তেলাওয়াত করব, তা নির্ধারণ করতে পারি।

আমরা চাইলে আরেকটি কাজ করতে পারি। এক সাথে আমরা দুটি খতম চালু করতে পারি। একটি হবে তাদাব্বুরসহ তেলাওয়াত। আরেকটি হবে শুধুই ‘তেলাওয়াত’। প্রথমটি হবে খুব ধীরে ধীরে, তেলাওয়াতের পূর্ণ হক আদায় করে। আর দ্বিতীয়টি হবে আমরা সাধারণত যেভাবে তেলাওয়াত করে থাকি। আমাদের মধ্যে যারা হাফেয তাঁদের জন্য এভাবে তেলাওয়াত করার প্রয়োজনও পড়ে। তবে এটিও যেন ধীরে ধীরে প্রথমটির মতো হয়ে যায় এ চেষ্টাও যেন আমাদের থাকে।

ভাই, কিছুদিন পরই রমযান। রমযানের প্রস্তুতি হিসেবে এখন থেকেই আমরা আমাদের তাদাব্বুরসহ তেলাওয়াতের পরিমাণ বাড়াই।

তাদাব্বুর সম্পর্কে বাংলা ও আরবি কয়েকটি কিতাব

সুযোগ হলে তাদাব্বুর সম্পর্কে কিছু কিতাব মুতাল্লাআ করে নিলে ভালো হবে।

বাংলাতেও কিছু কিতাব আছে, যা পড়লে এ বিষয়ে আমরা কিছু দিকনির্দেশনা পাবো ইনশাআল্লাহ। যেমন, কুরআন আপনাকে কী বলে? মাওলানা মনযূর নূমানী রহ.

দ্বীপ্তিময় কুরআন- সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.

আল ফাউযুল কাবীর- যা তাফসীরে জালালাইনের সাথে পড়ানো হয়। এর নির্বাচিত কিছু অংশ।

তাওযীছুল কুরআন’ এর শুরুতে তাদাববুরের কুরআন সম্পর্কে মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব হাফি.-এর ভূমিকা।

আরবীতে তো এ বিষয়ে প্রচুর কিতাব আছে আলহামদুলিল্লাহ।

কয়েকটার নাম বলছি, নেটে এগুলোর পিডিএফ পাবেন। খুঁজলে হয়তো বাজারেও পেতে পারেন ইনশাআল্লাহ।

أول مرة أندبر القرآن

القرآن تدبر وعمل

ليدبروا آياته - المجموعة ١ - ١٠

الخلاصة في تدبر القرآن الكريم لخالد بن عثمان السبب

ثلاثون مجلسا في التدبر للشيخ لعمر المقبل

قواعد قرآنية لعمر المقبل

এ তারতীবে কিতাবগুলো পড়লে ইনশাআল্লাহ অনেক ফায়দা হবে, যা আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।

ভাইদের খেদমতে আরেকটি আবেদন করব, আপনি যে কোন একটি তাফসীর - আরবি, উর্দু, বাংলা যেমনই হোক - শুরু থেকে একদম শেষ পর্যন্ত পড়ে নিন। পড়াটা আজ থেকেই শুরু করুন। এরপর যত দিনে শেষ হয় হোক।

তাফসীরে ইবনে কাসীর, মাআরেফুল কুরআন, মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ.র তাফসীরে উসমানী, তাওযীছুল কুরআন, শাইখ আব্দুর রহমান সা’দী রহ.র তাফসীরে সা’দী (আরবি), শাইখ আবু বকর জাবের জাযায়েরী রহ.র আইসারুত

তাফসীর (আরবি), এসবের যে কোনোটি পড়তে পারেন। যার জন্য যেটা সহজ হয়।

যেসব সূরা আমরা নিয়মিত তেলাওয়াত করি, যেমন সূরা মুলক, সূরা সাজদা ইত্যাদি এগুলোর তাফসীর শুরুতে পড়ে নিলে ভালো। এরপর বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সূরাগুলো যেমন, সূরা আনফাল, সূরা তাওবা, সূরা মুহাম্মাদ, সূরা কাহাফ ইত্যাদি, এরপর ত্রিশপারার সূরাগুলো পড়ে নিতে পারেন। এভাবে ধীরে ধীরে পুরো কুরআনের তাফসীর পড়ে নিলেন। এতে কুরআনের সাথে আমাদের একটা গভীর সম্পর্ক তৈরি হয়ে যাবে, যা আমরা নিজেরাই বুঝতে পারব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে তাওফীক দান করুন, আমীন।

আজকে মুখতাসার এ কয়েকটি কথাই আরজ করলাম। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে তাদাব্বুরের সাথে কুরআন তেলাওয়াত করার এবং শাহাদাত পর্যন্ত জিহাদ ও কিতালের পথে অবিচল থাকার তাওফীক দান করুন এবং আমাদের সবাইকে সর্বোচ্চ জান্নাত জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করুন, আমীন।

وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعین

وأخردعوانا أن الحمد لله رب العالمین
